প্রথম আলো

তারিখ 8 APR 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্লোবাল অ্যাকশন উইক

মেয়েদের শিক্ষার সপক্ষে হাত তুলুন

কাজী রফিকুল আলম

'গ্লোবাল অ্যাকশন উইক' শুরু হয়েছে গত ৬ এপ্রিল থেকে, চলবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। উদ্যোক্তা 'গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন' সংক্ষেপে জিসিই। বাংলাদেশসহ বিশ্বের শতাধিক দেশ জিসিইর আহ্বানে তৃতীয়বারের মতো সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতি জোর দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সপ্তাহ পালন করছে। ইউনেস্কো এবং ইউনিসেফ জিসিইর এই উদ্যোগে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছে। এবারের স্লোগান 'মেয়েদের শিক্ষার সপক্ষে হাত তুলুন'। শিক্ষা হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতোই এক মৌলিক মানবিক অধিকার। মানবিক অধিকার রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারের। কাজেই সবার জন্য শিক্ষার অধিকার পূরণ করতে সরকার বাধ্য।

আমাদের দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রকে সুস্পষ্টভাবে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সংবিধানের এ নির্দেশ বাস্তবায়নে প্রকৃত অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

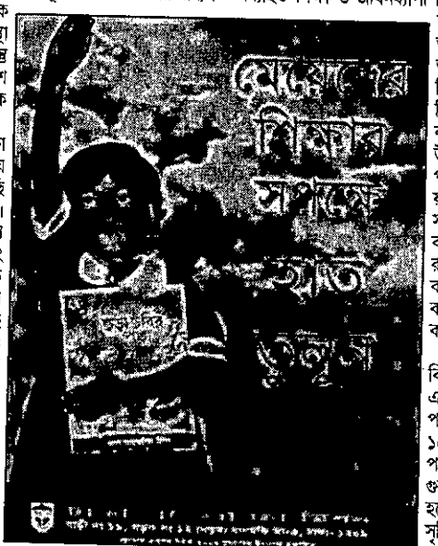

মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে পঠন-পাঠন কর্মসূচি উপলক্ষে একটি পোস্টার

গত শতাব্দীতে আমরা শিখেছি শিক্ষা দারিদ্র্য বিমোচন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকর উপাদান। জেনেছি মেয়েদের শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের শিক্ষা উন্নততর পারিবারিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিতকরণে এবং শিশুমৃত্যুর হার কমাতে ও অপুষ্টি দূর করতে বিশেষ সাহায্য করে। আমরা আমাদের সময়ে যে সবচেয়ে বড় ভুলটি করে চলেছি তা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা কিশোরী ও নারীদের উন্নততর জীবন গঠনের জন্য পড়ালেখার পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে পারিনি। আমরা যখন তৃতীয় সহস্রাব্দ শুরু করেছি, তখনো বিশ্বের ৭ কোটি মেয়ে স্কুলের বাইরে রয়ে গেছে আর ৫৫ কোটি নারী, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন নিরক্ষর। বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে সম্প্রতি ছেলেমেয়েদের ভর্তির হারে সমতা এসেছে এবং মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য বৃত্তি প্রবর্তনের ফলে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলা হচ্ছে। কিন্তু ওয়াকেফহাল মহলের মতে, সামগ্রিকভাবে সমাজে নারীর পূর্ণ মর্যাদা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে মেয়েদের অধিক হারে স্কুলে ভর্তি হওয়ার চিত্র দেখে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ সৃষ্টি হয়নি।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। দশ বছর পর সেনেগালের রাজধানী ডাকারে পুনরায় সমবেত হয়ে তারা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখতে পান অনেক দেশে অনেক কিছু করা হয়েছে সত্য, তবু সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের আরো অনেক কিছু করতে হবে। নতুন কর্মপন্থা ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। সে মতে, ২০০৫ সালের মধ্যে স্কুলে ছেলেমেয়ের ভর্তির সংখ্যার পার্থক্য দূরীভূত করা হবে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার ২০০০ সালের সংখ্যার অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসার পাশাপাশি আর কোনো শিশুকে নিরক্ষর থাকতে দেওয়া হবে না। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে বিশ্ব জুড়ে সবার জন্য শিক্ষার সপক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের শপথ নিয়ে বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সংগঠন, দাতব্য সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'জিসিই' গঠিত হয়েছিল। তাদের সবাইকে নিয়ে 'জিসিই' সব দেশের সর্বস্তরের সচেতন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে চলেছে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশন নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং গণশিক্ষার সপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা মহানগরসহ দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করছে। সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ে ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঢাকা আহছানিয়া মিশন। মিশন ইতিমধ্যে দেশের প্রায় ৩২ লাখ লোককে সাক্ষর করেছে। মিশনের উদ্ভাবিত অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা একটি মডেল হিসেবে দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। জিসিইর আহ্বানে অতীতের মতো এবারও সাড়া দিয়েছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা মিশন পরিচালিত সহস্রাধিক গণকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্রসহ কার্যালয়গুলোতে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আলোচ্য গ্লোবাল অ্যাকশন উইক বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে ছেলেমেয়েদের র‍্যালি, আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, মা-বাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মেয়েদের শিক্ষার জন্য যথাযথ কার্যব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি আদায়সহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে।

এবারের গ্লোবাল অ্যাকশন উইকের বিশেষত্ব এই যে, এর চতুর্থ দিন অর্থাৎ ৯ এপ্রিল এক অভিনব ও চমকপ্রদ কর্মসূচি পালিত হবে সারা বিশ্বে। এদিন সকাল ১০টায় একই সঙ্গে সারা বিশ্বে একই পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে এক পঠন-পাঠন অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে এক নতুন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হবে, যা গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে অন্তর্ভুক্ত হবে। গ্লোবাল অ্যাকশন উইকের এ কর্মসূচিতে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের সকল মহাদেশের অসংখ্য বিদ্যালয়, শিক্ষাকেন্দ্র এবং অন্যান্য সংস্থার লাখ লাখ শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিপুলভাবে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এ ক্ষেত্রে আর একটি বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করবে এ কথা নিশ্চিত।

এই ঐতিহাসিক পঠন-পাঠন কার্যক্রম আমাদের দেশে এবং এ এলাকার অন্যান্য দেশে শুরু হবে ৯ তারিখ সকাল ১০টায়, চলবে পরবর্তী ৩০ মিনিট ধরে। এই কার্যক্রম বা ক্লাস পরিচালনায় জিসিই নির্দিষ্ট পাঠ-পরিকল্পনা সর্বত্রই অনুসৃত হবে। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হবে সর্বস্তরের গণমানুষের অংশগ্রহণে এই পাঠের বিরাট এক অনুষ্ঠান। এতে এবং অন্যান্য সব স্থানের কর্মসূচিতে যারা অংশ নেবেন, তারা ইতিহাসে শিক্ষার জন্য আয়োজিত এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের অংশ হয়ে থাকবেন।

কাজী রফিকুল আলম : নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহছানিয়া মিশন।